মাসিক
দুদক বার্তা
৮ম বর্ষ | ২৭তম সংখ্যা | মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ | জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
www.acc.org.bd

এক নজরে

- সম্পাদকীয়
- ফাঁদ অভিযান
- হটলাইনভিত্তিক অভিযান
- গ্রেফতার
- বিচার ও দণ্ড
- উল্লেখযোগ্য মামলা
- সভা

যোগাযোগ

নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৯৩৫৩০০৪-৮
info@acc.org.bd
www.acc.org.bd

সম্পাদকীয়

সমাজে সততা, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এটা ক্রমাগত বিকশিত করা গেলে রাষ্ট্র, সমাজ তথা দেশের সুশাসন, মানবিক মূল্যবোধসহ সকল প্রকার আর্থ-সামাজিক সূচকের ইতিবাচক উন্মেষ ঘটে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির একটি দেশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই বিকাশমান ধারার মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ কিংবা নিয়ন্ত্রণ একটি সমন্বিত জটিল প্রক্রিয়া। কোনো একক প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থার পক্ষে একে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। যদিও আইনগতভাবে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর। কমিশন দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং দমনে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রম পরিচালনায় সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রয়োজন। আশার কথা সংশ্লিষ্ট সকলেই কমিশনকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিচ্ছে। ফলে দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কমিশনের প্রতিটি কার্যক্রমকে গণমাধ্যম নিখুঁতভাবে তুলে ধরছে। গণমাধ্যমের এই অসাধারণ ভূমিকার কারণেই কমিশনের প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমাগত দৃঢ় হচ্ছে। যা অনুধাবন করা যায় কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ এ প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যার ওপর। শুধু শহর নয় গ্রামের মানুষও অভিযোগ জানাচ্ছে। আর কমিশনও এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধমূলক অভিযান পরিচালনা করছে।

এক্ষেত্রে সাফল্যও রয়েছে। সরকারি ভূমি উদ্ধারসহ সাধারণ মানুষের অনেক ভোগান্তি লাঘব হচ্ছে। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে সাধারণ মানুষ যত দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসবে দুর্নীতিপরায়ণরা ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পরবে। দুর্নীতি এবং দুর্নীতিপরায়ণদের প্রতি মানুষের ঘৃণা যত তীব্র হবে সমাজ ততটাই পরিশুদ্ধ হবে। তাই দুর্নীতি দমন কমিশন প্রত্যাশা করে সমাজশক্তি দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশনের পাশে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে। আসুন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলি ■

ফাঁদ অভিযান

মে মাসে কমিশন ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ০১ (এক) জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নৃপেন্দ্র নাথ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী উপজেলা, রাজশাহী।	জনৈক আব্দুল বাতেন নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি সরমংলা একতা মৎস্য চাষী সমবায় সমিতির নিবন্ধনের জন্য গত ১৩ মার্চ রাজশাহী গোদাগাড়ী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার বরাবর আবেদন করেন। কিন্তু সমিতির নিবন্ধন এর জন্য উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা নৃপেন্দ্র নাথ ১৫ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। নিরুপায় হয়ে আব্দুল বাতেন ঘুষের সাত হাজার টাকা নৃপেন্দ্র নাথকে প্রদান করেন। এরপর আব্দুল বাতেন ঘটনাটি দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাজশাহী-কে অভিযোগ করলে কমিশন সকল আইনানুগ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার জন্য দুদক বিশেষ টিমের সদস্যরা পূর্ব থেকে ফাঁদ পাতে। নৃপেন্দ্র নাথ যখন নিজ কার্যালয়ে আব্দুল বাতেনের নিকট থেকে ঘুষের বাকি টাকা গ্রহণ করেন, তখন দুদক বিশেষ টিমের সদস্যরা তাকে হাতে-নাতে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার

কমিশনের বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় মে মাসে ২০১৯ মাসে ০৮ (আট) জনকে গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
হাসান মোহাম্মদ রাশেদ, সাবেক অফিসার, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, ফেনী শাখা, ফেনী।	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন গ্রাহকদের ৪২,০০,০০০/- টাকা জমা স্লিপ এর মাধ্যমে গ্রহণপূর্বক ব্যাংকে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ।
মোঃ রফিকুল ইসলাম, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সার্কেল-২০, পঞ্চগড় বর্তমানে-উচ্চমান সহকারী, সার্কেল-১৪, কুড়িগ্রাম, কর অঞ্চল, রংপুর ও অন্যান্য ০২ জন।	জনগণের নিকট হতে কর বাবদ অর্থ আদায় করে সরকারি ট্রেজারিতে জমা না করে ব্যক্তিগত হিসাবে জমা প্রদানপূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে প্রতারণামূলকভাবে ১,৬৪,৬৯,৭৯১/- টাকা আত্মসাৎ।

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান
১৪৮টি	ডিসি অফিসের এল.এ শাখা; সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়; ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর; সিভিল সার্জন অফিস; জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; গণপূর্ত অধিদপ্তর; তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন; ওয়াসা (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী); মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ; জেলা শিক্ষা অফিস; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; পরিবেশ অধিদপ্তর; কাস্টমস্; অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধ; নদী দখল প্রতিরোধ; চা বাগান ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার ও দণ্ড

মে মাসে ২৮ টি মামলা বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির পরিচিতি	বিচারিক আদালতের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ গোলাম ফারুক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কোর্ট কিপার শাখা, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকাসহ ২ জন।	পলাতক আসামি মোঃ গোলাম ফারুককে ০৬ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৯০,৫১,২৯৬/- টাকা জরিমানা এবং অপর আসামি সৈয়দা মমতাজকে ০৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান।
আকরামুল ইসলাম রনি, সহকারী রিলেশন অফিসার, ব্যাংক এশিয়া, বরিশাল।	আসামি আকরামুল ইসলাম রনিকে ০৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০৬ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান।
ডাঃ মোঃ সোলেমান সেখ, সাবেক অধ্যক্ষ, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর।	আসামি ডাঃ মোঃ সোলেমান সেখকে ০৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৯৮,২৯১/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যেকোনো ফোন থেকে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের

হটলাইন-১০৬

নম্বরে ফ্রি কল করুন।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন মে মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৩৯টি মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাহিদুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, প্রশিক্ষণ শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।	সম্পদের তথ্য গোপনসহ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
মোঃ আকিকুর রহমান, ওসমানীনগর, সিলেট ও অন্যান্য ০৪ জন।	উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করে রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব ফাঁকিসহ নানা দুর্নীতির অভিযোগ।
মোঃ কদর মিয়া, প্রকল্প সভাপতি ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, চরমহল্লা ইউনিয়ন পরিষদ, সুনামগঞ্জ।	পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক অর্থ আত্মসাৎ।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ

- সরকারি কর্তব্য পালনের সময় সরকারি কর্মচারী/ব্যাংকার/সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎকোচ (ঘুষ/উপঢৌকন গ্রহণ।
- সরকারি কর্মচারী/সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি বা অন্য যেকোনো ব্যক্তির অবৈধভাবে নিজ নামে/বে-নামে সম্পদ অর্জন।
- সরকারি অর্থ/সম্পত্তি আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন।
- সরকারি কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবসা/বাণিজ্য পরিচালনা।
- সরকারি কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা।
- কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণ।
- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আই, ২০১২-এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ এবং
- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী/ব্যাংকার কর্তৃক জাল-জালিয়াতি এবং প্রতারণা ইত্যাদি।

সভা-গণশুনানি-অভিযান কর্মসূচী

ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০১৯ এ বক্তব্য রাখছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ।

সিলেট শ্রেষ্ঠ মহানগর/জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির পুরস্কার প্রদান করেন দুদক কমিশনার এ.এফ.এম আমিনুল ইসলাম।

গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন দুদক কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

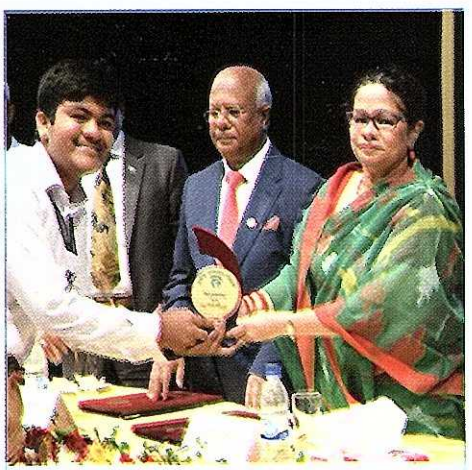

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান।

দুদক প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০১৯ এ সনদপত্র বিতরণ করছেন দুদক সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।

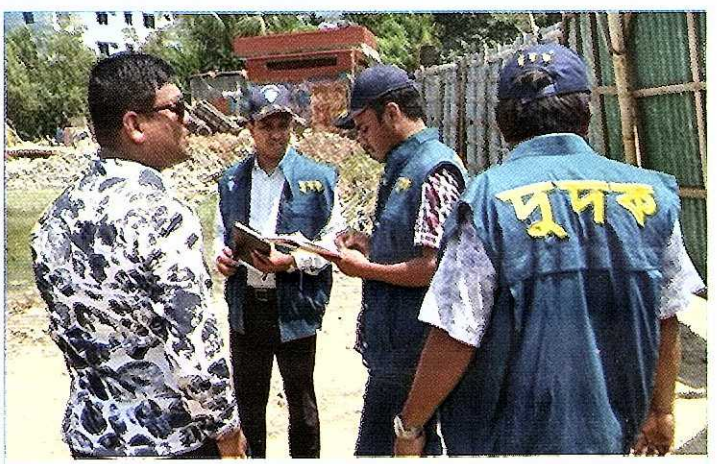

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক অভিযান।